আলমডাঙ্গায় কম্পিউটারের দোকানে চুরির ঘটনায় মালামাল, ৪ শিক্ষার্থী আটক

আলমডাঙ্গায় টেলিকমের দোকানে চুরির ঘটনায় ৪ এসএসসি পরীক্ষার্থী আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাতে পু্লশি উপজেলার হাটবোয়ালিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

এ সময় ওই শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে কম্পিউটারের মনিটরসহ মোবাইল ও দোকানের অন্যান্য মালামাল। আটক ৪ জন হলো হাটবোয়ালিয়া গ্রামের আজমত। উল্লাহ হুদার ছেলে আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ (১৬), একই উপজেলার ফুল বগাদি গ্রামের আব্বাস উদ্দিনের ছেলে রেশাদ আলী (১৭) মেহেরপুর জেলার গাংনি উপজেলার শালদাহ গ্রামের ছায়েদুল ইসলামের ছেলে সুফাইফ হাসান সিজান (১৬), ও নগরবোয়ালিয়া গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে সাইফুল ইসলাম শান্ত (২৬)। আটকৃতদের বিরুদ্ধে চুরির মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার নগরবোয়ালিয়া গ্রামের সোহরাব হোসেনের ছেলে আনিছুর রহমান আলো হাটবোয়ালিয়া বাজারে ‘মুক্তা কম্পিউটার এন্ড মিউজিক পয়েন্ট’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান দিয়ে ব্যবসা করেন। গত ১ জানুয়ারী রাতে ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের টিন কেটে চুরির ঘটনা ঘটে। চোরেরা কম্পিউটার মনিটর,মোবাইল সেট, হার্ডডিক্স,মেমোরী কার্ড, হেডফোনসহ দোকান থেকে ২ লাখ টাকার বিভিন্ন মালামাল নিয়ে যায়। চুরির বিষয়টি দোকান মালিক পু্লশিকে জানিয়ে পুনরায় মালামাল কিনে ব্যবসা শুরু করেন। একই ভাবে গত ১০ ফেব্রুয়ারী রাতে দোকানের পেছনে সিঁদ কেটে চোরেরা আইপিএস ব্যাটারী, ছোটবড় হেডফোন ৩শ’ পিচ, গ্লাস পেপার,২ হাজার মোবাইল গ্লাস পেপার,ইউপিএস, ৩ টি টাচ মোবাইল সেট,সিসি ক্যামেরাসহ ১ লাখ ২০ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

পুনরায় চুরির ঘটনা হাটবোয়ালিয়া ক্যাম্পে জানালে ক্যাম্প পুলিশ চোরদের ধরতে তৎপরতা শুরু করে। ২১ ফেব্রুয়ারী রাতে চুরি হওয়া একটি মোবাইল উপজেলার মোড়ভাঙ্গা গ্রামে নানার বাড়িতে থাকা অবস্থায় সুফাইফ হাসান সেজানের কাছ থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে সে মোবাইলে দোকানে চুরির ঘটনা স্বীকার করে। তার

তথ্যের ভিত্তিতে ওই রাতেই পুলিশ হাটবোয়ালিয়া গ্রাম থেকে আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদকে আটক করে। তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৩টি পুরাতন টাচ মোবাইল সেট,৬ টা নষ্ট বাটন ফোন,১টি ইউপিএস,২টি কী- বোর্ড,১টি সিসি ক্যামেরা, ১২টি ব্লুটিথ হেডফোন,৯৩ টি হেডফোন,২টি স্পিকার,২১০টি মোবাইলের ব্যাকপ্যাড,১টি রাউটার,৮টি চার্জার,৭২৩ টি মোবাইলের গ্লাস পেপার,১০ টি চার্জারের মাথাসহ ২ লাখ ১৬ হাজার টাকার মালামাল উদ্ধার করা হয়। পরে ফুয়াদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে নগরবোয়ালিয়া গ্রামের সাইফুল ইসলাম শান্তকে আটক করে পুলিশ। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় ১৯ ইঞ্চি মনিটর। আটক ৩ জন চুরির ঘটনা স্বীকার করে রেশাদ নামের আরও এক জনের নাম জানায়। রাতেই পুলিশ রেশাদকে আটক করে। আটক ৪ জনই মেরটি স্কুলের ছাত্র এবং এসএসসি পরীক্ষার্থী। চুরির এই ঘটনায় দোকান মালিক বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম জানান, চোরাই একটি মোবাইল উদ্ধার ও একজনকে আটকের পর চুরির ঘটনায় জড়িতদের আটক ও তাদের কাছ থেকে চোরাই মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ও আইলহাঁস ইউপি নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র যাচাই বাছাই সম্পন্ন

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ও আইলহাঁস দু’টি ইউপি নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শেষ হয়েছে। সোমবার সকাল ৯ টায় আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার অফিসে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শুরু হয় এবং কোন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল ব্যতিত বিকাল ২ টায় এ কার্যক্রম শেষ করেন।

যাচাই-বাছাইয়ে দু’টি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে ১২ জন, সংরক্ষিত মহিলা আসনে ২৩ জন এবং সাধারণ সদস্য পদে ৫১ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষনা করা হয়।

নাগদাহ ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে ৯ জন, হায়াত আলী (নৌকা), দারুস সালাম (জামায়াত), এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল, মিশর আলী, আবুল হোসেন, আলমঙ্গীর হোসেন, হাবিবুল্লাহ, আওয়ালুজ্জামান, আতিকুর রহমান (স্বতন্ত্র) এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনে ১৩ জন সাধারণ সদস্য পদে ২৪ জন।

আইলহাঁস ইউনিয়ন চেয়ারম্যন পদে ৫ জন, জাহিদুল ইসলাম বাদল (নৌকা), মিনাজ উদ্দীন বিশ্বাস (বিএনপি) ও বিল্লাল গণি (স্বতন্ত্র) এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনে ১০ জন, সাধারণ সদস্য ২৭ জন।

এদের সবার মনোনয়ন পত্র বৈধ বলে ঘোষনা করেণ আঞ্চলিক নির্বাচন ও রিটার্নিং অফিসার এম এ জি মোস্তফা ফেরদৌস। এদের মধ্যে দুই ইউনিয়নে আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নৌকা প্রতীক পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।

আলমডাঙ্গায় সরকারি হাসপাতালে চাকুরির প্রলোভনে অর্থ আত্মসাৎ মামলা, জামিন না মঞ্জুর

আলমডাঙ্গার কেশবপুর গ্রামে সরকারি হাসপাতালে চাকুরি দেবার প্রলোভন দেখিয়ে ৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেবার অভিযোগ উঠেছে। এঘটনায় ভুক্তভোগী বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা আমলী আদালতে প্রতারণার মামলা দায়ের করেছে। গত (১৫ ফেব্রুয়ারি) বুধবার চুয়াডাঙ্গা আদালতে জামিন নিতে গেলে কোর্ট জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানো নির্দেশ দেয়।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, উপজেলার কেশবপুর গ্রামের মনছের আলির ছেলে সাজু (৩৫)। তিনি পেশায় হারদি ইউনিয়নের কেশবপুর পোস্ট হিসেবে কর্মরত রয়েছে। গত ২০১৯ সালের ১০ অক্টোবর প্রতারিত সাজু ৬ লাখ ৬০ হাজার টাকার চুক্তিতে সরকারি হাসপাতালে চাকুরির দেবার

প্রতিশ্রুতি দেয়।

ভুক্তভোগী কেশবপুর গ্রামের মৃত গোলাম আবেদিনের ছেলে রকিব উদ্দীনের নিকট থেকে টাকা নেয়। দীর্ঘদিন অতিক্রম হলেও চাকুরি দিতে ব্যর্থ হয় সাজু। প্রতারিত সাজুর নিকট টাকা ফেরৎ চাইলেও সে দিতে অস্বীকার করে। এমন ঘটনায় রকিব বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা আমলী আদালতে প্রতারণা মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় সাজু ও সহযোগী সেলিমকে জামিন না মঞ্জুর করে চুয়াডাঙ্গা জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

এদিকে এলাকাবাসী দাবি করে বলে গত ২০১৫ সালে অভিযুক্ত সাজু জোরপূর্বক অস্ত্র দেখিয়ে জমি রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত মামলায় কারাভোগ করেছে।

আলমডাঙ্গায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে পৌর শহরের সিসি ক্যামেরা উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা পৌর শহরকে নিরাপত্তার আওতায় আনতে থানাপুলিশ ও স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠন বণিক সমিতির উদ্যোগে স্থাপন করা হয়েছে ৫৪টি সিসি (ক্লোজড সার্কিট) ক্যামেরা। সম্প্রতি পৌর এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও স্থানে বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা।

বুধবার সকাল ১১ টায় আলমডাঙ্গা থানা চত্বরে আয়োজিত উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিঞা মিলনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে সিসি ক্যামেরা উদ্বোধন করেন এমপি সেলুন জোয়াদ্দার।

বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেনের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক

সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমঙ্গীর হান্নান, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সম্পাদক ইয়াকুব আলি, সাবেক সহ-সভাপতি লিপু মোল্লা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি সাইফুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন, প্রমূখ।

আলমডাঙ্গার ডাউকি গ্রামে প্রেমের প্রলোভনে যুবতীকে ধর্ষণ, অভিযুক্ত গ্রেফতার

আলমডাঙ্গার ডাউকি গ্রামে যুবতিকে প্রেমের প্রলোভনে ধর্ষণের অভিযোগে যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তাকে নিজ গ্রাম থেকে গ্রেফতার করে। এঘটনায় রাতের যুবতী বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করে।

এজাহার সুত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গার ডাউকি গ্রামের হামিদুল ইসলাম লাড্ডুর ছেলে শামীম হাসান শান্ত একই গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের কন্যার সাথে মোবাইলে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠার পর তাকে বিভিন্ন সময়ে কু-প্রস্তাব দিতে থাকে শামীম । এক পর্যায়ে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শামীমের বোনের বাড়ি আসাননগর গ্রামের শিলুর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। এরপর আর বিয়ে না করে প্রতারণা শুরু করে।

পরে শামীম ঢাকায় গার্মেন্টসে চাকরী করতে চলে যায়। এক বছর ধরে ওই যুবতি মোবাইল ফোনে শামীমের খোঁজ নিতে থাকলে সে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এরই এক পর্যায়ে গত ১১ ফ্রেবুয়ারী শামীম তার বোন আসাননগর গ্রামের শাপলার বাড়িতে এসেছে বলে ওই যুবতি সংবাদ পাই।

সংবাদের ভিত্তিতে ওই যুবতি আসাননগর গ্রামে গিয়ে বিয়ের দাবী জানালে শামীম তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। পড়ে তাকে টেনে হিচড়ে বের করে দেয়। এবং ভবিষতে বিয়েন কথা বললে তাকে হত্যার হুমকি দেয় শামীম।

যুবতির এ মামলায় পুলিশ শামীম হাসান ওরফে শান্ত গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা, অভিযুক্ত গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ৪ বছরের শিশু ধর্ষণের চেষ্টায় মোজাম্মেল মন্ডল (৬৫) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪ টায় উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামে এঘটনাটি ঘটে।

অভিযুক্ত মোজাম্মেল মন্ডল (৬৫) আসাননগর গ্রামের মৃত মকেল আলী মন্ডলের ছেলে। এঘটনায় শিশুটির পিতা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় এজাহার দায়ের করেছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মো. সাইফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এজাহার সূত্রে জানায়, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ের ৪ টার দিকে শিশুটি বাড়ির পাশে খেলা করছিলো। খেলার সুযোগে সম্পর্কে দাদা তার বাড়ি ফাঁকা থাকায় ওই শিশুকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। শিশুর খোঁজ না মিললে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করে। এসুযোগে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। পরিবারের লোকজন খুঁজতে গেলে মোজাম্মেলের বাড়িতে ধর্ষণের চেস্টার ঘটনাটি দেখতে পায়। এসময় তাদের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসে। শিশুটির পরিবারের লোকজন আলমডাঙ্গা লিখিত অভিযোগে দিলে থানা পুলিশ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯ টায় আটক করে পুলিশ হেফাজতে নেয়।

শিশুরটির মা জানায়, ‘ আমি ও প্রতিবেশীরা বাড়ি বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ মেয়ের খোঁজ পাচ্ছিলাম না’ । মেয়েকে খুঁজতে খুঁজতে মোজাম্মেলের বাড়িতে গেলে সে ধর্ষণের চেষ্টা চালাচ্ছিলো। চিৎকার দিলে স্থানীয়রা ছুঁটে আসে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মো.সাইফুল ইসলাম জানায়- খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত মোজাম্মেলকে আটক করেছে পুলিশ। রাতেই এজাহার দায়ের করা হয়েছে। আজ বুধবার অভিযুক্তকে আদালতে পাঠানো হবে বলে জানান ওসি।

আলমডাঙ্গার তিয়রবিলায় নগত টাকাসহ ৪ জুয়াড়ি আটক

আলমডাঙ্গার তিয়রবিলা ক্যাম্প পুলিশের অভিযানে ৪ জুয়াড়িকে আটক করেছে। রবিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সন্ধা সাড়ে ৬ টার দিকে উপজলোর তিয়রবিলা কুটিপাড়ার কলাবাগান থেকে তাদের আটক করা হয়। এ সময় নগদ ৩ হাজার ২২০ টাকাসহ জুয়ার বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

আকটরা হলেন- সুজন (২৬), আনোয়ার (৪৫), দুলু (৪৫), হাসিবুল (২৬) । তাদের বাড়ি উপজেলা খাসকররা ইউনিয়নের তিয়রবিলা গ্রামে।

জুয়া আইনে মামলা দায়েরর পর সোমবার তাদের আদালতে পাঠানো হবে বলে জানায় পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ পরিদর্শক ওসি মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল খাসকররা ইউনিয়নের তিয়রবিলা এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় জুয়া খেলা অবস্থায় জুয়ার বোর্ড থেকে ৪ জুয়াড়িকে আটক করা হয়। আজ তাদের আদালতে পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গার খাদিমপুরে বিএনপির

পদযাত্রায় যুবলীগের হামলা,আহত ৪

আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির পদযাত্রায় হামলার অভিযোগ উঠেছে যুবলীগের বিরুদ্ধে। এসময় বিএনপির চার নেতাকর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠে এরমধ্যে তিনজন উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। শনিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে আলমডাঙ্গার খাদিমপুরে এঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান সরকারের পদত্যাগসহ ১০ দফা দাবিতে শনিবার দেশের সকল ইউনিয়নে পদযাত্রা কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়ন বিএনপি পদযাত্রা শুরু করলে যুবলীগের নেতাকর্মীরা পদযাত্রায় হামলা করেন। এতে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের চারজন আহত হন।

আহতরা হলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সহ সাংগঠিক সম্পাদক মহাসিন আলী, উপজেলা যুবদলের সদস্য মতিউর রহমান, খাদিমপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক হুসাইন আহমেদ, বাড়াদি ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আবিদ হাসান স্বজল।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরীফ জানান ,খাদিমপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দ্দার লোটাসের নেতৃত্বে বিএনপির পদযাত্রায় হামলা করে আমাদের চার নেতাকর্মীকে মারধর করেছে। যুবলীগের নেতাকর্মীরা বাঁশের লাঠি নিয়ে মোটরসাইকেলে শোডাউন করেছে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে পদযাত্রা করলেও আমাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়।

চেয়ারম্যান মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দ্দার লোটাস বলেন, বিএনপি নৈরাজ্য সৃষ্টির পায়তারা করছিল। আমরা প্রতিহত করেছি। যুবলীগের নেতাকর্মীরা লাঠি হাতে মোটরসাইকেল শোডাউনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে কোন হামলা হওয়ার আশংকায় আমরা প্রস্তুতিমূলক অবস্থান করছিলাম। আইনশৃংখলা যেন নষ্ট না হয় এ জন্য আমরা দলীয়ভাবে ছিলাম। তারা কয়েকস্থানে ঝামেলা করার জন্য অবস্থান নিয়েছিল, আমরা প্রতিহত করেছি।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল আলীম বলেন, এমন কোন সংবাদ আমার জানা নেই। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত

ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

আলমডাঙ্গায় জিকে ক্যানেলে নির্মাণের সাত দিনের মাথায় উইং ওয়ালে ভাঙ্গন

আলমডাঙ্গার জিকে ক্যানেলের উইং ওয়াল সদ্য নির্মাণের সাত দিনের দিনের মাথায় ভেঙে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার যাদবপুর গ্রামে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ৭ লাখ টাকা ব্যায়ে সদ্য নির্মাণ হয় উইং ওয়াল। উইং ওয়াল নির্মাণ কাজে নিম্নমানে ইট,সিমেন্ট ও বালি ব্যবহার করা হয়। এ নির্মাণ কাজটি করেন ওয়াহেদ কনকট্রাকশন নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। শিডিউল মোতাবেক কাজ না করার অভিযোগ তোলেন এলাকাবাসী।

স্থানীয় বাসিন্দা আবুল হোসেন জানান, নিম্নমানের ইট ও মানহীন সিমেন্ট দিয়ে সলিং কাজ সম্পন্ন করে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিদিন শত শত কিউসেক পানি প্রবাহ হবার কারণে নিম্নমানের উইং ওয়াল ভেঙে গেছে।

ঠিকাদার ওয়াহেদ মিয়া বলেন, শিডিউল অনুযায়ী জিকে ক্যানেলে ইটের সিলিং কাজের শেষ হয়েছে। তিনি আরো বলেন, – শুধু ইটের সলিং পানিতে টিকবে না। ঢালাই দিতে হবে। শিডিউলে ঢালায়ের কোন কাজ নেই।

চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফ আহমেদ বলেন, ট্র্যাক্টর যাওয়ার ফলে ভেঙ্গে গেছে বলে জেনেছি। কাজের মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি। কোন অনিয়ম হলে ঠিকাদারকে নিজেই আবারো নির্মাণ করে দিতে হব।

আলমডাঙ্গায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সমলয় পদ্ধতিতে বোরো চাষের উদ্বোধন

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ‘সমলয়’ পদ্ধতিতে বোরো চাষ শুরু হয়েছে আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নে। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে উপজেলা কৃষি অফিস।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে সমলয় পদ্ধতিতে ৫০ একর বা ১৫০ বিঘা জমিতে কৃষিযন্ত্রপাতি সহায়তায় সমলয় পদ্ধতির মাধ্যমে চারা রোপণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে।

কালিদাসপুর ইউনিয়নে একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কবির হোসেন।

উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কবিন হোসেন বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে চাষাবাদের যাবতীয় খরচ বহন করবে সরকার। কৃষক শুধু খেতে পানি ও পরিচর্যা করবেন। এ প্রকল্প থেকে আধুনিক চাষাবাদের ধারণা পাওয়া যাবে এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম খরচে বেশি ফলন ফলানো যাবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি বোরো মৌসুমে উপজেলায় প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ১০৩ জন কৃষকের ১৫০ বিঘা জমিতে একই জাতের বোরো ধান একই সময়ে আবাদ করা হবে। কৃষকেরা যন্ত্রের সাহায্যে এক সঙ্গে সমবায়ভিত্তিতে বপন, রোপণ ও কর্তন করবেন এই ধান। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘সমলয় চাষাবাদ’।

সমলয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি বিভাগের উপ-পরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রনি আলম নুর, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ

সালমুন আহম্মেদ ডন, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আসাদুল হক মিকা, প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম।
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা সোহেল রানার উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার হোসেন শহীদ সোহরোয়ার্দি।
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসের অতিরিক্ত কৃষি অফিসার রেহেনা পারভীন, জগন্নাথপুর গ্রামের কৃষক রবিউল হক প্রমুখ।